তিনি খাজনা আদায়ের জন্য কসবা গ্রামে দোতলা কাছারি বাড়ি বা তহশিল খানা নির্মাণ করেন। মুঘল আমলে রাণী ভবানীর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত শিলাইদহে নির্মিত হয় গোপীনাথ মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিব মন্দির, রাধাকৃষ্ণ স্নানঘর। রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথ মন্দির সংস্কার করে ঐ মন্দিরের অতিথিশালা ও সিংহ দরজা তৈরী করে গ্রামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয়, বিদ্যালয় সংলগ্ন গোপীনাথ মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিব মন্দির, রাধাকৃষ্ণ স্নানঘর, মহর্ষি চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, কাছারি বাড়ি, টেগরলজ সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে গেজেটভুক্ত হয়। শিলাইদহের এই কুঠিবাড়ি এখন রবীন্দ্রভক্তদের তীর্থস্থানস্বরূপ। প্রতিবছর ২৫ শে বৈশাখ, এখানে জাতীয় পর্যায়ে কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ২২ শে শ্রাবণ কবির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষেও এখানে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। দেশ বিদেশ থেকে আগত অসংখ্য দর্শনার্থী ও পর্যটকদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য এই অঙ্গন। শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণে "শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভারত সরকারের সহযোগিতায় বিখ্যাত স্থপতি ও রবীন্দ্র গবেষক জনাব মো. রবিউল হুসাইনের স্থাপত্য পরিকল্পনায় গণপূর্ত বিভাগ কুষ্টিয়ার মাধ্যমে অতিথি ভবন, গ্রন্থাগার - গবেষণা কেন্দ্র, উন্মুক্ত মঞ্চ, ক্যাফেটেরিয়া, কার পার্কিং, প্রবেশদ্বার, আনসার শেড, গণশৌচাগার, ওয়াটার রির্জাভার, গেজাবো ও ওয়াকওয়ে নির্মিত হয়েছে।

নবনির্মিত অতিথিশালা

পরিদর্শনের সময়সূচি

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি

১ এপ্রিল থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর
মঙ্গলবার থেকে শনিবার
সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৬.০০টা
সোমবার দুপুর ০২.০০টা থেকে বিকাল ০৬.০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

শীতকালীন সময়সূচি

১ অক্টোবর থেকে ৩১ মার্চ
মঙ্গলবার থেকে শনিবার
সকাল ০৯.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
সোমবার দুপুর ০১.৩০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

সরকার ঘোষিত অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন জাদুঘরসহ প্রত্নস্থল খোলা থাকবে এবং পরের দিন জাদুঘরসহ প্রত্নস্থল বন্ধ থাকবে।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, কুষ্টিয়া

শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত একটি ঐতিহাসিক স্থান এবং পর্যটন কেন্দ্র। কুষ্টিয়া জেলা সদর থেকে ১০ (দশ) কিলোমিটার উত্তরপূর্ব কোণে গড়াই নদী পেরিয়ে পদ্মা নদীর দক্ষিণ তীরে এই স্থানটির অবস্থান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিরাহিমপুর জমিদারির সদর কাচারি, কুঠিবাড়ীসহ অন্যান্য স্থানও শিলাইদহে রয়েছে। শিলাইদহ নামটি আধুনিক। আগে এ স্থানটি খোরশেদপুর নামে পরিচিত ছিলো। গড়াই এবং পদ্মা নদীর মিলিত প্রবাহের ফলে এই স্থানে একটি গভীর 'দহ' (ঘূর্ণিবাতের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গভীর হওয়া নদীর তলদেশ) সৃষ্টি হয়। জনশ্রুতি রয়েছে এই দহের উপরেই শেলী নামক অত্যাচারী নীলকর একটি কুঠি নির্মাণ করেন। এ কারণে গ্রামটি শেলী-দহ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কালক্রমে তা শিলাইদহতে পরিণত হয়। সে যুগে শিলাইদহ বা খোরশেদপুর ছিলো বিরাহিমপুর পরগনা বা জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। বিরাহিমপুরের জমিদারিটি অত্যন্ত পুরোনো। বলা হয় যশোরের বিখ্যাত জমিদার রাজা সীতারাম রায় এই জমিদারির মালিক ছিলেন। পরে নাটোরের জমিদার বংশ এই জমিদারির মালিকানা লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রপিতামহ তাঁর শিশুপুত্র দ্বারকানাথের (পরে ঔপনিবেশিক আমলে প্রিন্স পদবীধারী) নামে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের মহারানীর কাছ থেকে এই জমিদারি খরিদ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারির দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে প্রথম শিলাইদহে আসেন ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে। তবে বাল্যকালে ও তরুণ বয়সেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকবার শিলাইদহে বেড়াতে আসেন। তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কুষ্টিয়া স্টেশনে নেমে গড়াই নদী দিয়ে নৌকা বা স্টিমারে

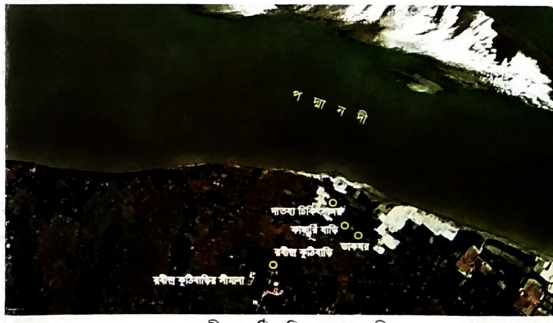

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি ও পদ্মা নদী
(গুগল আর্থের ইমেজের পরিমার্জন)

শিলাইদহ আসতেন। সে সময় তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরনো কুঠিবাড়িতে বাস করতেন। তাঁর নিজের বর্ণনায় পাওয়া যায় পুরনো নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়ির বিবরণ (ছেলেবেলা ৬১-৬৭ পৃষ্ঠা)। পরে পদ্মার ভাঙ্গনে পুরনো কুঠিবাড়ির নিকটবর্তী এলাকা পর্যন্ত বিলীন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই পুরনো বাড়িটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। পুরনো ভবন সামগ্রী দিয়েই নতুন কুঠিবাড়িটি নির্মাণ করা হয় ১৮৯২ সালে। এই বাড়ি তৈরীর ভার ছিলো কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নীতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর। পরে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িটির বর্তমান রূপ দেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত এক দশকেরও বেশি সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিয়মিত বিরতিতে এখানে অবস্থান করেছেন। পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনে কবির পরিকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্য দিকে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অসুস্থতা ও বড় মেয়ে মাধুরীলতার বিয়ের জন্য ১৯০১ এর মাঝামাঝি সময়ে শিলাইদহ ত্যাগ করেন। তাঁর অবস্থানকালে নানা উপলক্ষে এখানে এসেছেন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু (আচার্য), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ তৎকালীন বঙ্গের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবি। এই কুঠিবাড়ি ও পদ্মা বোটে বসে রচিত হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল-সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, কথা ও কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য ও খেয়া'র অধিকাংশ কবিতা, পদ্মাপারের গল্প, নাটক, উপন্যাস, ছিন্নপত্রাবলী, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্যের গান। এখানে বসেই গীতাঞ্জলির অধিকাংশ রচনাবলী লেখা ও ইংরেজী অনুবাদের কাজ সম্পাদন করেন।

আর গীতাঞ্জলি নামক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ song offerings কবিতা সংকলনের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। শিলাইদহ ও পদ্মার প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিলো গভীর অনুরাগ, ছিন্নপত্রাবলীতে এর পরিচয় আছে। কবি একটি চিঠিতে লিখেছেন: 'আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা-প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে'-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ১০ চৈত্র ১৩৪৬। কবি শিলাইদহকে ভালোবেসেছিলেন, সেই ভালোবাসার উৎস ছিলো পদ্মা। পদ্মাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বিভিন্ন সময়ে নানা ছন্দ রচনা করেছেন। স্ত্রী বিয়োগের পর কবি প্রায়ই শিলাইদহে এসে নদীবক্ষে পদ্মা বোটে থাকতেন। পরে কুঠিবাড়ির আড়াইতলায় তার জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা হয় যেখান থেকে বসে তিনি প্রমত্তা পদ্মার শোভা অবলোকন করতে ভালোবাসতেন। সম্পত্তির ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এখানেই ছিলেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে শিলাইদহ অর্থ্যাৎ বিরাহিমপুর পরগণা কবির ভাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে পড়লে তিনি ১৯২২ সালে সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহে শেষবার শিলাইদহে আসেন। কিন্তু কলকাতায় বসেও তিনি সর্বদা পদ্মাকে স্মরণ করতেন। শিলাইদহ কুঠিবাড়ি আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য চিরসবুজ বৃক্ষের বাগান, একটি পুষ্পোদ্যান এবং ৪ টি পুকুরসহ প্রায় ১৫.৯৩ একর মনোরম এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বাগানের মধ্যে প্রাচীর বেষ্টিত আড়াইতলা ভবনটি অবস্থিত। এটি একটি টেরেস আকৃতির ভবন যা ইট, কাঠ, করোগেটেড শীট ও রাণীগঞ্জ টালি দিয়ে নির্মিত। নিচতলা ও দোতলায় বিশাল কেন্দ্রীয় হলকক্ষসহ এতে বিভিন্ন আকারের মোট ১৫টি কক্ষ রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঝুল বারান্দা ও ত্রিকোণ প্রান্ত বিশিষ্ট ঢালু পিরামিড আকৃতির ছাদ ভবনটিকে আরও বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। কুঠিবাড়ি ভবনটি একটি আকর্ষণীয় প্রবেশ তোরণসহ বেষ্টনী প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের পূর্ব দিকে রয়েছে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষের বৃহৎ বাগান ও পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দিঘি। কুঠিবাড়ির মূল আঙিনায় রয়েছে একটি উন্মুক্ত পাঠশালা, পেছনে রয়েছে টেনিস কোর্ট। এছাড়াও রয়েছে পাতকুয়া ও রান্নাঘর। ভবনের পশ্চিমে আরো একটি বড় পুকুর রয়েছে। এই পুকুরটির সান বাঁধানো ঘাটের প্রবেশপথের দুধারে কবি স্বহস্তে দুটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেন। পরে ঐ গাছদুটির মৃদু গন্ধ বিস্তারি ছায়ায় বসে কবি আপনমনে গান করতেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সরকার Ancient Monument Preservation Act অনুসারে এই কুঠিবাড়িটিকে গৌরবময় স্মৃতিরূপে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করে। ১৯৬১ সালের ৩ আগস্ট শিলাইদহ কুঠিবাড়ি সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে গেজেটভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালের পরে কুঠিবাড়িটির গুরুত্ব অনুধাবন করে কবিগুরুর বিভিন্ন শিল্পকর্ম সংগ্রহ করে এখানে রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজ হস্তে লিখিত চিঠি ও আত্মপ্রকৃতির নমুনা। প্রথম তলার মাঝখানের কক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে খাজনা আদায়ের জন্য ব্যবহৃত টেবিল ও যে নৌকা করে কবিগুরু ঘুরে বেড়াতেন পদ্মার বুকে তার প্রতিকৃতি। পশ্চিম দিকের প্রথম কক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র এবং পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য ব্যবহৃত ফিল্টার। এর পরের কক্ষে প্রদর্শিত হচ্ছে একটি ঘাস কাটার মেশিন যেটি ইংল্যান্ড থেকে আনা হয়েছিলো। অন্য কক্ষগুলোতে প্রদর্শিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের পালকি ও কাঠের আলমিরা। দ্বিতীয় তলায় প্রদর্শিত হচ্ছে পালঙ্ক, পল্টুন, পল্টুনে উঠার সিঁড়ি ও চপলা নামের ১ টি স্পিডবোট সহ আরো অনেক কিছু। জমিদারি পরিচালনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে আসেন এবং বাউল ফকির লালন শাহ ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউল গানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁর অনেক গানেই তিনি বাউল সুর গ্রহণ করেছেন বলে তিনি নিজেই মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন রচিত 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখেছেন। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' এর সুর শিলাইদহ ডাকঘরের হরকরা গগন চন্দ্র দাসের গানের সুর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কুঠিবাড়ির উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত কাছারি বাড়ি সংলগ্ন স্থানে ছিলো গগন হরকরার ডাকঘর। শিলাইদহেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম গ্রামোন্নয়ন ও আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন, পরে পতিসরে তিনি যার বাস্তব রূপ দেন। তিনি শিলাইদহের খোরশেদপুরে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন যা প্রতিমাদেবী বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। পলি পড়ার দরুণ গড়াই নদী বন্ধ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করে দেন। রাস্তা এখন রবীন্দ্র সড়ক নামে খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু টাকা ব্যয়ে এখানে মহর্ষি চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় তৈরী করে দেন। তিনি শিলাইদহে বসবাসকালে 'টেগর লজ'-এর মতো সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন যা বর্তমানে কুষ্টিয়া সদর পৌরসভার মিল পাড়াতে অবস্থিত।

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে দৃশ্যমান রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি

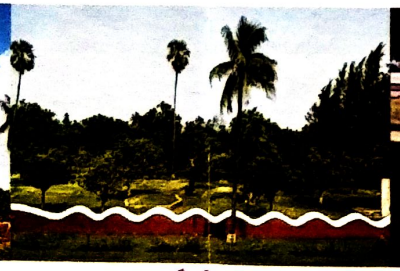

কুঠিবাড়ির বাগান

কুঠিবাড়ির পশ্চিমের পুকুর

মহর্ষী চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী (দাতব্য চিকিৎসালয়)

টেগর লজ

কাছারি বাড়ি (তহশিল খানা)

[প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ]